দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ: 11 MAR 2003 পৃষ্ঠা: ৩ কলাম: ৮

ঢাবিতে কয়েক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ

মোশতাক আহমেদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানিসহ কয়েকটি ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কি আদৌ আলোর মুখ দেখতে পাবে? রিপোর্ট জমা দেয়ার মেয়াদ মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও রিপোর্ট জমা দেয়া হচ্ছে না। উপরন্তু তদন্তের নামে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়ে এসব শিক্ষককে রাখা হচ্ছে এক প্রকার শাস্তিতে। অন্যদিকে অভিযোগকারীদের রাখা হচ্ছে মানসিক কষ্টে।

জানা গেছে, ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এম শহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে একই বিভাগের এক ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযোগ আনে। এই ঘটনায় ক্যাম্পাসে তোলপাড় শুরু হলে কর্তৃপক্ষ ১৮ ডিসেম্বর শহীদুজ্জামানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাসপেন্ড করে। পাশাপাশি একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। দীর্ঘদিন পর কয়েকদিন আগে তাঁকে পুনর্বহাল করা হলেও তদন্ত রিপোর্টে কি ছিল তা আজও জানা যায়নি।

২০০২ সালের ২৩ জুন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে একই বিভাগের এক ছাত্রী যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তুলে উপাচার্যের কাছে লিখিতভাবে নালিশ দেয়। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে সাত দিনের ভিতরে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। কিন্তু সাত দিনের পরিবর্তে সাড়ে আট মাস পেরিয়ে গেলেও রিপোর্ট জমা দেয়া হচ্ছে না। কমিটি সূত্রে জানা গেছে, উভয়ের বক্তব্যসহ রিপোর্ট তৈরি করতে। তার পরও রিপোর্ট জমা দেয়া হচ্ছে না। এ নিয়ে রহস্য দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে উক্ত শিক্ষককে তদন্তের স্বার্থে এক মাসের জন্য বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হলেও এখন পর্যন্ত তাঁকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটি নিয়ে অনেকেই নানা কথা বলছেন। কেউ বলছেন, আওয়ামী লীগ সমর্থিত শিক্ষক হওয়ার কারণেই তাঁকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে রিপোর্ট জমা না পড়ায় অভিযোগকারী ছাত্রীটিও রয়েছেন মানসিক কষ্টে। রিপোর্টের কাজ শেষ হওয়া সত্ত্বেও কেন রিপোর্ট জমা দেয়া হচ্ছে না- সেটিই এখন সবার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান জানান, রিপোর্ট লেখার কাজ চলছে। এজন্য কয়েকদিন দেরি হচ্ছে।

গত বছরের অক্টোবর মাসে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মেজবাহ কামাল স্থানীয় অভিভাবক হিসাবে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রীকে চড় দেন। পরে এটিকে কেউ কেউ যৌন হয়রানির অভিযোগ হিসাবে উপস্থাপন করে। কিন্তু ছাত্রীটি তা নাকচ করে দেন। এই ঘটনায় তথ্যানুসন্ধান কমিটিও কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যকে দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত শিক্ষককে শোকজ করা হয়। কিন্তু তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়া হয়নি। তিনি এখন অনেকটা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কি আলোর মুখ দেখবে?

গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর আইন বিভাগের প্রভাষক শফিকুর রহমানকে ক্লাসে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কটূক্তি করার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়। পাশাপাশি উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দারকে প্রধান করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটি আজও রিপোর্ট জমা দিতে পারেনি। অথচ কমিটিকে তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শফিকুর রহমানকে আরও দুই দফায় বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়। কিন্তু শফিকুর রহমানের রিটের ভিত্তিতে হাইকোর্ট রুলনিশি জারি করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিস প্রদানের নির্দেশ দেয়। কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ শীঘ্রই রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য কমিটির কর্মকর্তাদের তাগিদ দিয়েছেন। রিপোর্ট জমা না দেয়ায় অনেক ছাত্র শিক্ষকের মাঝে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে- এই রিপোর্টগুলোও কি সেই পুরনো তদন্ত কমিটির রিপোর্টের মতো অন্ধকারে থেকে যাবে!